ড্রাইভিং লাইসেন্স বিভ্রাট

ফারুক কাদের

অস্ট্রেলিয়া বা বিদেশে সেটল করতে হলে কিছু শর্ত পূরন করতে হয়। ড্রাইভিং লাইসেন্স নেয়া আর একটা চাকরী যোগাড় করা সব চেয়ে গূরত্বপূর্ণ। এ দুটো আবার অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। বেশীর ভাগ চাকরীতে শর্ত জুড়ে দেয়া হয়, ড্রাইভিং লাইসেন্স লাগবে। এ ছাড়া বিদেশে গাড়ী থাকতেই হবে, না হলে চলা ফেরা করা কষ্টকর।

ড্রাইভিং লাইসেন্স নেয়া কঠিন কিছু নয়। ইনস্ট্রক্টরের কাছে ৫-১০ টা লেসন নেবার পর রোড ট্র্যাফিক অথরিটির কাছে ড্রাইভিং টেস্ট দিয়ে লাইসেন্স পেতে হয়। প্রথম টেস্টেই অনেকে উতরে যায়, কারও দুটো তিনটে লাগে। অজি ছেলে-মেয়েরা ২-৩টা লেসনের পরেই লাইসেন্স পেয়ে যায়। তারপর রাস্তায় নেমে শোঁ শোঁ গাড়ী চালায় গার্ল বা বয়ফ্রেন্ড নিয়ে।

আমি দ্বিতীয় শর্তটি পূরন করেছিলাম ছ'মাসের মধ্যেই। কিন্ত ড্রাইভিং লাইসেন্স অর্জন করতে আমাকে চার বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। লেসন নিতে হয়েছে শ খানেক, ঢালতে হয়েছে হাজার চারেক ডলার। সে এক ছোটখাট ইতিহাস। আমার পরিবার এর সাক্ষী।

প্রথমে আত্মবিশ্বাসই ছিলনা যে আমি লাইসেন্স পাব, ড্রাইভ করব অস্ট্রেলিয়ার রাস্তায়। অনেক বাঙ্গালীর মত দেশে আমি গাড়ী চালাইনি, প্রয়োজনও পড়েনি। এ আস্থাহীনতা থেকে ধরেই নিয়েছিলাম আমাকে দিয়ে এসব হবেনা। তাই ও পথে পা দিচ্ছিলাম না। যখন ছোটখাট একটা চাকরী হল, তখন ভাবলাম এবার দেখা যাক চেস্টা করে। ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া আমার চাকরীর সুযোগ গুলো সীমিত হয়ে আসছিল। সবাই সাহস দিল, এটা এমন কিছু নয়। আমিও দেখলাম, এখানে সত্তুর আশী বছর বয়স্করাও গাড়ী চালায়, তো আমি পারব না!

এক ফিজিয়ান ইনস্ট্রক্টরের কাছে লেসন নেয়া শুরু করলাম। দুটো নেয়ার পর দেখলাম আরে মজা তো! সিডনীর রাস্তায় আমি গাড়ী চালাচ্ছি-আমার হাতে গাড়ীর স্টীয়ারিং, হোক না ইনস্ট্রক্টর পাশে বসে আছে কান্ডারী হয়ে। আমার লেসন চলছে আর বেতনের পয়সা আমার পকেট থেকে ইনস্ট্রক্টরের পকেটে যাচ্ছে। আমাকে ৫০টি লেসন নিতে হবে। আমি সুবোধ ছাত্রের মত ইনস্ট্রাকশন ফলো করতে চেষ্টা করি। বয়স হয়েছে, এত মনোনিবেশ করতে পারি না। ভূল হয়ে যায়। তখন ইনস্ট্রাক্টরের বকা ঝকা শুনতে হয়। আমি আর ড্রাইভিং এঞ্জয় করছিনা। ইনস্ট্রাক্টর যখন বাসার গ্যারেজের সামনে এসে হর্ন দেয়, তখন আমি স্ট্রেসড হয়ে যাই। লেসন শেষ হলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। মাঝে মাঝে ভাবি-আমি কেন ইনস্ট্রাক্টর হলাম না।

ওদিকে আমার বৌও লেসন নেয়া শুরু করেছে একই ইনস্টাক্টরের কাছে। ও সেকেন্ড টেস্টেই উতরে গেল। যাহোক একজন তো লাইসেন্স পেল। সংসারের কাজ, শপিং, দাওয়াতে নিজেরাই যেতে পারব, অন্যের ঘাড়ে চড়তে হবে না।

আমার প্রগ্রেস এক জায়গায় এসে থেমে গেল। ইনস্ট্রাক্টর আমার সমস্যা বুঝতে পারল। ও বোঝাল, তোমার বয়স হয়েছে, সময় লাগবে, ধৈর্য্য ধরতে হবে। একদিন এসে জানাল ও লং হলিডেতে যাচ্ছে। এ সময়ে আমি অন্য ইনস্ট্রক্টর লাগাতে পারি। বুঝলাম ব্যাটা আমাকে এড়াতে চাচ্ছে। আমি কিছুদিন বিরতি দিলাম, ভাবলাম ডলার কিছু বাঁচল। এদিকে যা শিখেছিলাম, তা ভূলে যাওয়ার উপক্রম।

এবার ধরলাম এক শ্রীলংকান ইনস্ট্রাক্টর। এ বেশ কড়া মানুষ। বকা ঝকা শুনছি আর উৎসাহও পাচ্ছি। ও আমাকে লাইসেন্স পাইয়েই ছাড়বে। সে শুনিয়ে দিল,-আগের ইনস্ট্রক্টর আমাকে তেমন কিছু শিখায়নি, আমার ডলার সিডনীর স্টর্ম ওয়াটারের পাইপ দিয়ে সব ভেসে গেছে। ও আমাকে গড়ে পিটে টেস্ট দেওয়ার মত অবস্থায় তুলে আনল। আমাকে টেস্ট দিতে হবে মেরীল্যান্ড আর-টি-এ সেন্টারে। ওখানের এক একজামিনার খূব ভাল মানুষ। বলা বাহূল্য, সেন্টারের আশেপাশের রাস্তায় আমাকে আগে প্র্যাকটিস করতে হয়েছে টেস্টের প্রস্তুতি হিসেবে।

ভাল মানুষটিকেই একজামিনার পেলাম। টেস্টের প্রক্রিয়া শুরু হল। আমার পালস রেট বেড়ে গেছে। একজামিনারকে ভাব দেখাচ্ছি আমি একজন নিবেদিত লার্নার। মনে মনে বলছি, আমার প্রতি সদয় হও, আমাকে এ ভোগান্তি থেকে রেহাই দাও। টেস্ট শুরু হল ব্লান্ডার দিয়ে। সীট বেলট না লাগিয়েই রাস্তায় নেমে পড়লাম। নিয়ম অনূযায়ী আমাকে ওখানেই ফেল করিয়ে দেওয়ার কথা। তা হয়নি। আমার একজামিনার বোধ হয় আমার থেকেও বেখেয়াল। শেষ পর্যন্ত পুরো সেশন শেষ করলাম। কিন্তু থ্রী-পয়েন্ট টার্নিং-এ ইতিমধ্যে ধরা খেয়ে গেছি। আর সব কিছু ভাল করেও ফেল করে গেলাম। কিন্তু সীট বেলট-এর ব্যাপারটি আমার কাছে রহস্যই থেকে গেল।

শ্রীলংকান ইনস্ট্রক্টরের তত্বাবধানে আরও দুবার পরীক্ষা দিলাম। ফলাফল ফেল। থার্ড টেস্টে রাস্তায় বের হবার মূখেই ব্লান্ডার, একজামিনার পুরো টেস্ট শেষ করার ভরসা পায়নি। গাড়ী ঘুড়িয়ে ব্যাক টু প্যাভেলিয়ান। উপলব্ধি জন্মাল লাইসেন্স পেতে হলে আমার বেলায় ভাগ্যের কিছুটা হাত থাকতে হবেই। আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নেবার প্রথম পর্ব শেষ।

এরপর চাকরী নিয়ে ব্রীজবেনে চলে গেলাম একা, ফ্যামেলি রয়ে গেল সিডনী। আবার লেসন নেয়া শূরু-লাইসেন্স নেবার দ্বীতিয় পর্বের সূচনা। প্রথম লেসন নিলাম এক ব্রিটিশ ইনস্ট্রক্টরের কাছে। আমার ড্রাইভিং স্কীল তখনও মোটামুটি শূন্যের কোঠায়। সে আমাকে বুঝাল, ড্রাইভিং ইজ নট এ রকেট সাইন্স, তুমি পারছ না কেন? ওর নতুন গাড়ী একদিন কার্ব সাইডে পার্ক করতে গিয়ে দিলুম ঠেকিয়ে। ব্যাটা খেঁকিয়ে উঠল। আর আমারও মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। বললুম তুমি যেতে পার। তোমাকে দিয়ে আমার পোষাবে না। এরপর লেসন নেয়া বন্ধ করে দিলাম। ঠিক করলাম, বৌ যখন ব্রীজবেন আসবে, তখন ওর সাথে আমাদের গাড়ীতে প্র্যাকটিস করব।

ফ্যামেলি ব্রীজবেন এল, কিন্তু আমার প্ল্যান ঠিকমত আগাল না। আশা ছিল বৌ-এর নিউ সাউথ ওয়েলস 'এর প্রভিশনাল লাইসেন্স এখানে ফূল লাইসেন্স-এর সমতুল্য হবে। তা হলনা। এ জন্য আরও এক বছর অপেক্ষা করতে হবে। আমি মরিয়া হয়ে বৌকে পটিয়ে লুকোছাপা করে ব্রীজবেনের রাস্তাঘাটে টুকটাক প্র্যাকটিস শূরু করলাম। ব্যাপারটি একটু ঝঁকিপূর্ণ ছিল। পুলিশের হাতে ধরা পড়লে সবেধন নীলমনি বৌ-এর লাইসেন্সটি ডিমেরিট-এর ছাপ্পা খেয়ে গচ্ছা যেতে পারত। এই হাল্কা পাতলা প্র্যাকটিসে টেস্ট দেওয়ার মত আস্থা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছিল না। বৌও আমাকে স্টীয়ারীং ধরিয়ে ভরসা পায়না। ওর বক্তব্য, আমি ভরসা পাইনে, একজামিনার পাবে কিভাবে। সুতরাং আবার ইনস্ট্রক্টরের শরনাপন্ন হও আবার।

এবার শুরুতে এক ভিয়েতনামী ইনস্ট্রক্টর ধরলাম। দু তিন লেসন নেয়ার পর একে বাতিল। প্রথম কারণ কমিনিউকেশনের সমস্যা-ওর ইংলিশ একসেন্ট বুঝতে পারছিলামনা। তারপর ব্যাটা আমার ড্রাইভিং-এ নাক গলানো করা শুরু করছিল। নেক্সট এল এক চায়নীজ। এর ব্যবহার ভাল, স্ট্রেস থেকে অনেকটাই মূক্ত হলাম। এ থাকতে টেস্ট দিলাম গোটা পাঁচেক। প্রথম টেস্টে অল্পের জন্য লাইসেন্স ফস্কে গেল। বাকী টেস্টগুলো দিলাম চান্সের ওপর, তেমন প্রস্তুতি ছাড়াই-যদি লাইগ্যা যায়। ফায়দা হোলনা। আমার মনোবল নামতে শুরু করল। এর মধ্যে একটা মাইনর একসিডেন্টও ঘটিয়ে ফেললাম। অল্পের জন্য বেঁচে গেলাম বটে, তবে গাড়ীখানা রেকারের কাছে জমা দিয়ে আসতে হল। আপাততঃ লাইসেন্স নেয়ার দ্বিতীয় পর্ব শেষ। এর কিছুদিন পর ব্রীজবেনের পালা চূকিয়ে সিডনী ফিরে এলাম।

নতুন করে চাকরী খোজাখূজি শুরু। ড্রাইভিং লাইসেন্স নেবার প্রশ্নটিও চলে এল সামনে। তৃতীয় পর্ব শূরু। ইতিমধ্যে সমস্যা জমে এই দাঁড়াল যে, এক মাসের মধ্যে ড্রাইভিং লাইসেন্স নিতে না পারলে আমার লার্নার লাইসেন্স বাতিল হবে। আমাকে তখন নতুন করে কম্পিউটারে পরীক্ষা দিয়ে লার্নার লাইসেন্স পেতে হবে। এরপর নতুন করে ড্রাইভিং লাইসেন্স নেবার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। ফের সে বিসমিল্লাহ। আরও খবর হোল যে আমার শালার বৌ প্রেগন্যান্ট অবস্থায় প্রথম টেস্টেই লাইসেন্স পেয়ে গেছে। আমার ছোট শালী অস্ট্রেলিয়া আসার পরে কিছু দিন আগে পর্যন্ত নানা ঝামেলার জন্য লাইসেন্স নেবার প্রক্রিয়াই শুরু করতে পারেনি। সেও প্রথম টেস্টে লাইসেন্স নিয়ে তাক লাগিয়ে দিল। মান ইজ্জত বোধহয় আর রইলনা। টেনশন বাড়তে লাগল। আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম।

সিডনীর গ্ল্যানফিল্ড এলাকায় উঠেছি। খূঁজে বাড়ীর কাছের এক বাঙ্গালী ইনস্ট্রক্টর বের করলাম। নিকটস্থ আর-টি-এ সেন্টার এ যোগাযোগ করে অনেক স্লট খূজে আমার লার্নার লাইসেন্স যেদিন বাতিল হবে, ঐ শেষ দিন একটা ডেট পাওয়া গেল। সেন্টার আমার অবস্থা দেখে দয়া করে একটা সূযোগ করে দিল। আমি সত্যি কৃতজ্ঞ এদের কাছে।

টেস্টে সব কিছু ভাল করলাম, তবে রীভার্স পার্কিংটা জঘন্য হল। ধরে নিলাম এবারও ফেল। কিন্তু সবাইকে হতবাক করে দিয়ে আমি লাইসেন্স পেয়ে গেলাম। আমার নিজেরও বিশ্বাস হচ্ছিল না। টেস্টের আগে ঘন্টাখানেক আমার বাঙ্গালী মহিলা ইনস্ট্রক্টেরের কাছে লেসন নিয়ে ছিলাম, সেটা খুবই কাজে দিয়েছিল। এ টেস্টেও নাটক কম হয়নি। আমার গাড়ী স্টার্ট নিচ্ছিল না। শেষে একজামিনারের সহায়তায় গাড়ী স্টার্ট নিল। লাইসেন্স হাতে দেওয়ার পরে একজামিনার আমাকে স্বরন করিয়ে দিল, তোমার লার্নার

লাইসেন্স আজকেই শেষ হয়ে যেত! আমি বললাম তোমাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তুমি জাননা আমার জন্য কি সৌভাগ্য তুমি বয়ে এনেছ!

শেষ পর্যন্ত স্বদেশী এক ইনস্ট্রক্টরের কল্যানে ড্রাইভিং লাইসেন্সহীনতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হলাম! লাইসেন্স নেবার পর ইনস্ট্রক্টরের বাসায় চা খেলাম। এ জন্য বাসায় ফিরতে দেরী হল। এসে জানলাম, দেরী দেখে সবাই ধরে নিয়েছে, হয়তো আমি আর-টি-এ এর একজামিনার সহ কোন খানাখন্দে গাড়ী নিয়ে পড়েছি। ছোটখাট একটা সেলিব্রেশন হল লাইসেন্স পাওয়া উপলক্ষে। আমার সিনিক্যাল ছোট ভায়রাকে লাইসেন্স দেখাতে হয়েছিল প্রমান দেওয়ার জন্য।

আমাকে এখনও খুব একটা গাড়ী চালাতে হয়না। চাকরীও জুটিয়ে নিয়েছি লাইসেন্স ছাড়াই। ড্রাইভিং-এর কাজটা বৌই বেশী করে, কারণ ও আমার চেয়ে ভাল ড্রাইভার। তাতে কি? এদেশে ড্রাইভিং লাইসেন্স শুধূ ড্রাইভিং-এ কাজে লাগেনা, আইডেন্টিটি হিসেবে এর মূল্য পাসপোর্ট-এর চেয়ে বেশী।